নিবেদন

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পড়াকালীন সময় থেকেই মনের মধ্যে মধ্যযুগ বিষয়ে পড়ার একটা আলাদা আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহকে উৎসাহ দিয়েছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত দীপক কুমার রায় মহাশয়। মধ্যযুগের সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনায় প্রতিবার তিনি নতুন নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে আমার মনে জানার আগ্রহকে আরো বাড়িয়ে তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন চর্বিতচর্বণ নয়, নতুন কোন বিষয় নিয়ে ভাবো, যা বাংলা সাহিত্যে অনালোচিত, বা বাংলা সাহিত্যে এখনো পর্যন্ত সেরূপ মর্যাদা পায়নি। একদিন তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারলাম রামানন্দ যতির কথা। তিনি নাকি 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কবি। সেসময় চণ্ডীমঙ্গলের একজন কবির কথায় জানতাম তিনি হলেন মুকুন্দ চক্রবর্তী। মনের মধ্যে জানার আগ্রহ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পুথির সন্ধানে। তাঁর জানানো তথ্য অনুযায়ী কলকাতায় 'ন্যাশনাল লাইব্রেরী'তে গিয়ে সন্ধান শুরু করলাম। প্রথম দিন অকৃতকার্য হই। দ্বিতীয় দিন পেয়ে গেলাম অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদিত বইখানি। অত্যন্ত জীর্ণপ্রায় অবস্থা। লাইব্রেরীর একজন সহৃদয় ব্যক্তির সহায়তায় বইটির প্রতিলিপি পেলাম। এখানেই শেষ নয় কাব্যখানি পড়ে বিষয়ের প্রতি জানার আগ্রহ আরো বেড়ে গেলো। অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম রামানন্দের যে দুটি পুথির সন্ধান বর্তমানে রয়েছে তার একটি রয়েছে ইংল্যাণ্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে (যে পুথির সম্পাদনা করেছিলেন অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়) আর অন্যটি রয়েছে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে। সেখানে গিয়ে অনুসন্ধান করে পেয়ে গেলাম আসল পুথিটি। যা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে পাঠানো হয়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটিতে। সেখানেও একজন সহৃদয় ব্যক্তির সহায়তায় মূল পুথির স্ক্যান কপি আমার হস্তগত হল। সবটা পড়ে জানতে পারলাম মুকুন্দের কাব্যের সমালোচনা করার উদ্দেশ্যেই তিনি কাব্যটি রচনা করেন। গবেষণার মূল বিষয় মাথায় এল। শুরু হল প্রকৃত অনুসন্ধান।

উক্ত গবেষণা কর্মে যাদের সান্নিধ্যে রিক্ত হয়েছি তাঁরা হলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিখিলেশ রায় মহাশয়, অধ্যাপিকা মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম মহাশয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সনৎ কুমার নস্কর মহাশয়। সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নাড়ুগোপাল দে মহাশয়। বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, ডায়মণ্ড হারবার মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক তপন মণ্ডল মহাশয়। তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

কবিকঙ্কণ বিষয়ক গবেষণায় সহায়তা পেয়েছি কবির জন্মস্থান দামিন্যায় অবস্থিত কবির বংশধর বলে পরিচিত শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য, তার স্ত্রী চম্পা ভট্টাচার্য ও পুত্র সুকল্যাণ ভট্টাচার্যের কাছে। দামিন্যার কবিকঙ্কণ স্মৃতি পাঠাগার এর গ্রন্থ আধিকারিক শ্রীযুক্ত দেবোতোষ সরকার মহাশয়, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নিতাইদা, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম কলেজের অশিক্ষক কর্মী মিঠুন দা। তাঁরা প্রত্যেকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় মহাশয়াকে। প্রতিনিয়ত তিনি আমাকে গবেষণাকর্মে উৎসাহ যুগিয়েছেন।

গবেষণায় সাহায্য পেয়েছি উত্তরবঙ্গ গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, ন্যাশনাল লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে, গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে যুক্ত সকল কর্মীকে জানাই কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতা জানাই দীপঙ্কর মল্লিক মহাশয় ও রমণী মোহন বর্মা মহাশয়কে, তাঁদের পত্রিকায় আমার গবেষণা সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত করার জন্য। মুদ্রণে সহায়তা করেছেন বুবুনদা সহ পূর্ণ নারায়ণ বর্মন, রবীন্দ্র চন্দ্র বর্মন, ঈশ্বর চন্দ্র বর্মন, অনন্ত রাভা তাদেরকেও ধন্যবান জ্ঞাপন করছি। আসানসোল বিধানচন্দ্র কলেজের সন্তানসম ছাত্র-ছাত্রীগণ যারা সর্বদাই নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়ে চলেছিল তাদেরও আন্তরিক প্রীতি জ্ঞাপন করি।

পরিবারের ব্যক্তিবর্গের সহায়তা না পেলে এ কাজ কোনদিনই সম্ভব হতো না। আমার গবেষণায় প্রথমদিন থেকে পাশে পেয়েছি আমার স্বামী প্রস্যেনজিৎকে। তার প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। প্রণাম জানাই আমার বাবা, মা কে। যারা প্রত্যেক মুহূর্তে আমার সঙ্গে থেকেছেন।

আর সবশেষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক দীপক কুমার রায় মহাশয়কে। যার নিরন্তর উৎসাহ, সহায়তা না পেলে আমার এই গবেষণা পত্রটি পূর্ণতা পেতো না। তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীমতী অণিমা রায়ের আন্তরিকতার কথাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। উৎসাহী গবেষকদের মনে আমার গবেষণা কর্মটি এক নতুন আলোর দিশারি হবে বলে আশা রাখি।

বর্ণালী প্রামাণিক